যায়যায়দিন

তারিখ 14 JUN 2009
পৃষ্ঠা - ১ কলাম - ৭

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিও প্রদানে কমিটি গঠন

যাযাদি রিপোর্ট

দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষকদের চার বছরের অপেক্ষার প্রহর শেষ হচ্ছে। কাটছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হওয়ার বন্ধ্যাত্ব। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী ড. আবুল মাল আবদুল মুহিতের নতুন এমপিও খাতে ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়ার ঘোষণার একদিন বাদেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় 'এমপিও প্রদান' সংক্রান্ত একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে ১০ সদস্যের ওই কমিটি এমপিও প্রদানের বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনা করে একে আরো ফলপ্রসূ এবং নতুন প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির বিষয়ে সুপারিশ করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা সুবোধ চন্দ্র ঢালী শনিবার বিকালে নতুন কমিটি গঠনের কথা জানিয়ে বলেন, দুই সপ্তাহের মধ্যে কমিটির সুপারিশ পেশ করার কথা রয়েছে।

২০০৪ সালের শেষের দিক থেকে বন্ধ এমপিও : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

এমপিও : শিক্ষা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তি কার্যক্রম। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, মূলত এমপিওভুক্তি কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সরকার তখন তা বন্ধ করেছিল।

এদিকে নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সংসদ সদস্যরা দারুণ চাপ সৃষ্টি করেন মন্ত্রণালয়ে। মূলত নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় তারা চাপের মুখে পড়েই মন্ত্রণালয়ে চাপ সৃষ্টি করেন।

জানা গেছে, ২০০৪ সালের সর্বশেষ এমপিওভুক্ত স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৪৯০টি, কলেজ ২ হাজার ৩৯৭টি, মাদ্রাসা ছিল ৭ হাজার ৩৪২টি, কারিগরি প্রতিষ্ঠান ছিল ৬৬৩টি, অন্যান্য ৪০৬টি। ওই বছর সর্বাধিক ১ হাজার ৮০২টি প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে এমপিভুক্ত করা হয়। এরপর থেকে বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ বন্ধ করে দেয়া হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এ খাতে বাজেটে কোনো বরাদ্দ ছিল না। অবশ্য খাতওয়ারি বন্ধ থাকার পরও ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২৩টি, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৭টি এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে সারাদেশে এমপিওভুক্ত হতে পারেনি এমন ৩ হাজার ২১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ হাজারেরও বেশি শিক্ষক রয়েছেন। তারা সর্বনিম্ন চার বছর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত এমপিওভুক্ত হতে পারেনি। সরকারের দায়িত্বশীল পর্যায় থেকে জানা গেছে, এসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার জন্য সরকারের ওপর স্থানীয় জনসাধারণ ছাড়াও সংসদ সদস্যদের থেকে পর্যন্ত প্রচণ্ড চাপ রয়েছে।

বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর এক উপদেষ্টার নেতৃত্বে শনিবার ১০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে সরকার। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, অধ্যক্ষ শাহ আলম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কলেজ) মাইন উদ্দিন খন্দকার, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশীদ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ইউসুফ, জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের সমন্বয়কারী (বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ) অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, শিক্ষক নেতা আবদুল আউয়াল সিদ্দিকী ও জাতীয় শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) পরিচালক আহসান আবদুল্লাহ। এছাড়া কমিটি প্রয়োজনে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

নিয়ম অনুযায়ী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর প্রথমে পাঠদানের অনুমতি দেয়া হয়, এরপর একাডেমিক স্বীকৃতি। তারপর শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের যোগ্যতা দেখে এমপিওভুক্ত করা হয়।